সালাতের গুরুত্ব ও সালাত থেকে উপকৃত হওয়ার পন্থা

আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।
বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে **"সালাতের গুরুত্ব ও সালাত থেকে উপকৃত হওয়ার পন্থা"।**

সালাতের গুরুত্ব:

১। কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করার পরই ইসলামে সালাতের স্থান। মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত ১৭৭২

২। সালাত ইসলামের শ্রেষ্ঠতম ইবাদত, যা মি'রাজের রাত্রিতে ফরজ হয়। মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত ৫৮৬২ থেকে ৬৫

৩। সালাত ইসলামের প্রধান স্তম্ভ। আহমদ, তিরমিজি, ইবনু মাজাহ, মিশকাত ২৯

৪। সালাত একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, যা সাত বছর বয়স থেকেই আদায়ের অভ্যাস করতে হয়। আবু দাউদ ২৪৭, মিশকাত ৫৭২

৫। সালাত নষ্ট করা বিধ্বস্ত জাতির বিধ্বস্তের কারণ হিসেবে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে। সূরা মারইয়াম ১৯: ৫৯

৬। পবিত্র কোরআনে সর্বাধিক বার আলোচিত বিষয় সালাত। ৮২ বার আলোচনায় এসেছে।

৭। মু'মিনদের জন্য সর্বাবস্থায় পালনীয় ফরজ হলো সালাত। সূরা বাকারা ২: ২৩৮ থেকে ২৩৯, সূরা নিসা ১০১ থেকে ১০৩

৮। কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দাহর সালাতের হিসাব নেয়া হবে। আবু দাউদ ৮৬৪ থেকে ৮৬৬, নাসাঈ, তিরমিজি, মিশকাত ১৩৩০

৯। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাতকে ফরজ করা হয়েছে। মুত্তাফাকুন আলাইহি, মুসলিম, মিশকাত ৫৮৬২ থেকে ৫৮৬৫

১০। মু'মিন ও কাফির মুশরিকের পার্থক্য হলো সালাত। মুসলিম ১৩৪, মেশকাত ৫৬৯, ইবনু মাজাহ ১০৮০

১১। জাহান্নামী ব্যাক্তির লক্ষন এই যে, সে সালাত বিনষ্ট করে ও প্রবৃত্তির পূজারী হয়। সূরা মারইয়াম ১৯: ৫৯

To learn more click here

১২। ইব্রাহিম আ: আল্লাহর নিকট নিজের জন্য ও নিজ সন্তানদের জন্য সালাত কায়েমকারী হওয়ার প্রার্থনা করেছিলেন। সূরা ইব্রাহীম ১৪: ৪০

১৩। মৃত্যুকালে রাসুল সাঃ এর সর্বশেষ অসিয়ত ছিল সালাত ও নারী জাতি সম্পর্কে। ইবনু মাজাহ ২৬৯৮, আবু দাউদ ৫১৫৬

পবিত্রতা (তাহারাত)

সালাতের পূর্বশর্ত পবিত্র অর্জন করা। অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা হল হৃদয়কে যাবতীয় শিরকী আকিদা ও রিয়ামুক্ত রাখা। আল্লাহর ভালোবাসার ঊর্ধ্বে অন্যের ভালবাসাকে হৃদয়ে স্থান না দেয়া। দৈহিক পবিত্রতা হল ওযু-গোসল, বা তাইয়াম্মুম সম্পূর্ণ করা।

নিশ্চয়ই আল্লাহ (অন্তর থেকে) তাওবাকারী ও (দৈহিকভাবে) পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন। সূরা বাকারা ২: ২২২

পবিত্রতা অর্জন ব্যতীত কারো সালাত কবুল হয় না এবং হারাম মালের (সম্পদের) সাদাকা কবুল হয় না। মুসলিম, মুত্তাফাকুন আলাইহি, মিশকাত ৩০০,৩০১

মন ও দেহের পবিত্রতা অর্জনের পর পাক কাপড় পরিধান করে সালাতের জন্য খালেছ নিয়তে দাঁড়াতে হবে এবং মনে মনে ভাবতে হবে আল্লাহ আমার সালাত দেখছেন এবং পর্যবেক্ষণ করছেন।

মুখে বলতে হবে -

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

আমি নিষ্ঠার সাথে আমার মুখ ফিরালাম সেই মহান সত্তার জন্য যিনি সৃষ্টি করেছেন মহাকাশ ও পৃথিবী। আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। সূরা (আল আন'আম ৬: ৭৯)

আমরা এখানে সালাতের পঠিতব্য বাক্যগুলোর অর্থ ও কিভাবে, কি পন্থায় মনোযোগ আনায়নের মাধ্যমে সালাত থেকে উপকৃত হওয়া যায় তা আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ।

মসজিদে জামাতের সাথে সালাত আদায়ের জন্য ইমাম সালাতে কি পড়ছেন (ফজর, মাগরিব, ও এশায়) সেগুলোর অর্থের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। জোহর ও আসরের সালাতে (মসজিদে জামাতে) রুকু সেজদায় আপনি কি পড়ছেন সেই অর্থের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। মসজিদে সালাতে জোহরের চার রাকাত, আসরের চার রাকাতে, মাগরিবের শেষ এক রাকাতে, এশার শেষ দুই রাকাতে নিজে (মুক্তাদী) মনে মনে

To learn more click here

সুরা ফাতিহা পড়া উত্তম। সুরা ফাতিহা পড়ার সময় মনে রাখতে হবে আল্লাহ জবাব দিচ্ছেন, ধীরে ধীরে, মন-মগয আল্লাহর দিকে নিবিষ্ট করে সুরা ফাতেহার অর্থের দিকে খেয়াল রেখে তেলাওয়াত করতে হবে।
সালাত হলো এক ধরনের programming | এটা একটা বিশেষ অবস্থা অথবা একজন সাধারণ মানুষের কথায় এটা এক ধরনের Brain-Washing | মনো বিজ্ঞানীদের মতে, আমাদের মন সরাসরি আমাদের নিয়ন্ত্রনে নেই| শরীরের উপর রয়েছে আমাদের পুরো নিয়ন্ত্রণ | কিন্তু আমাদের মন সরাসরি আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই এখন সালাত হচ্ছে মনকে Control করার সবথেকে উত্তম উপায় |

ওযুর প্রথমে দোআ -

بسم الله

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহ | (তিরমিযী)

অর্থ: আল্লাহর নামে শুরু করছি |

ওযুর শেষে দোআ -

أَشْهَدُ أَنّ لَّا إِلٰهَ إِلَّا الله وأَشْهَدُ ان محمداً رسول الله -

উচ্চারণ: আশ্হাদু আল্ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু আহদাহু লা-শারীকালাহু অ আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আ'বদুহু অ-রাসূলুহু | (মুসলিম)
অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই | তিনি এক এবং তাঁর কোন অংশীদার নাই | আমি এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই হজরত মোহাম্মদ(সাঃ) তাঁর দাস এবং তাঁর প্রেরিত দূত |

দ্বিতীয় দোআ -

اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين -

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মাজ্ আ'লনী মিনাত্ তাওয়াবীনা অজ্ আলনি মিনাল মুতাতহিহরীন |(তিরমিযী)
অর্থ: হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে তওবাকারী এবং পাক-সাফ লোকেদের অন্তর্ভুক্ত করে দাও |

সালাত আদায়ের জন্য আপনার নিয়ত তৈরি করুন আল্লাহর জন্য সালাত আদায়ের জন্য মন থেকে নিয়ত করুন। এখন থেকে আপনার পুরো মনোযোগ শুধু সালাতে কি পড়ছেন তার উপর থাকবে।

আপনার হাত উপরে তুলুন কাঁধ পর্যন্ত।

আপনার হাত উপরে তুলুন এবং "আল্লাহু আকবর" বলুন। আপনার সালাত এখান থেকে শুরু হল।

To learn more click here

বুকে হাত রাখুন এবং আপনার চোখের ফোকাস মাটিতে রাখুন।

বুকের উপর আপনার হাত রাখুন। ডান হাত, বাম হাত এর উপর থাকবে। আপনার চোখের দৃষ্টি মাটিতে রাখুন।

<u>তাকবীর তাহরিমের পরে পড়ার দোয়া:</u>

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ -

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা বা-ই'দ্ বায়নী আবায়না খাত্ব ইয়া ইয়া কামা বাআদ'তা বায়নাল মাশরিক্বি অল মাগ্বরিবি আল্লা-হুম্মা নাকক্বিনী মিনাল খাত্ব ইয়া কামাইয়ুনাক্বস সওবুল আবয়য়াযু মিনাদ দানাসি আল্লা-হুম্মাগ সিল খত্বা ইয়া ইয়া বিলমা ই অস্ সালজি অলবারাদি। (বুখারী, মুসলিম)

অর্থ: হে আল্লাহ্! আমার ও আমার গুনাহ সমূহের মধ্যে তুমি ততটা দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও, যতটা দূরত্ব পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে করে রেখেছ। হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে পাপরাশি থেকে এইরূপ পাপসাফ করে দাও, যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে পাপসাফ হয়ে যায়। হে আল্লাহ্! তুমি আমার পাপগুলো পানি, বরফ ও শিলাবৃষ্টি দিয়ে ধুয়ে দাও।

<u>দ্বিতীয় দোআ সানা</u>

سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك -

উচ্চারণ: সুবহা-নাকা আল্লা-হুম্ম অবিহামদিকা অতাবা-রকাসমুকা অতাআ-লা জাদ্দুকা অ লা-ইলা-হা গয়রুকা। (মুসলিম)

অর্থ: হে আল্লাহ্! আমি তোমার প্রশংসা সহ পবিত্রতা বর্ণনা করছি, তোমার নাম বরকতপূর্ণ, তোমার মর্যাদা অতি উচ্চ ও তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই।

এবার যথাক্রমে তাউজ, তাসমিয়া, সূরা ফাতিহা তেলাওয়াত করুন।

তাউজ (শুধুমাত্র প্রথম রাকাতেই পড়তে হবে)

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ -

আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর সুরক্ষা চাইছি ।

To learn more click here

তাসমিয়াহ (প্রত্যেক রাকাতে সূরা শুরুর আগে তেলাওয়াত করা উচিত)

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ -

শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।

<u>সুরা ফাতিহা</u>:

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ
مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
اهدِنَـــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা' আলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা।

যিনি বিচার দিনের মালিক।

আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।

আমাদেরকে সরল পথ দেখাও,

সে সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। (সুরা ফাতিহা ১: ১ - ৭)

আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি সালাত আদায় করল অথচ তাতে উম্মুল কুরআন (সূরাহ ফা-তিহাহ্) পাঠ করেনি তার সালাত ত্রুটিপূর্ণ থেকে গেল, পূর্ণাঙ্গ হল না। এ কথাটা তিনবার বলেছেন। আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) কে জিজ্ঞেস করা হল, আমরা যখন ইমামের পিছনে সালাত আদায় করব তখন কী করব? তিনি বললেন, তোমরা চুপে চুপে তা পড়ে নাও। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, মহান আল্লাহ বলেছেনঃ আমার এবং আমার বান্দার মাঝে আমি সালাতকে অর্ধেক অর্ধেক করে ভাগ করে নিয়েছি এবং আমার বান্দার জন্য রয়েছে সে যা

To learn more click here

চায়। বান্দা যখন বলে, الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য), আল্লাহ তা'আলা তখন বলেনঃ আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। সে যখন বলে, الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (তিনি অতিশয় দয়ালু এবং করুণাময়); আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ বান্দা আমার প্রশংসা করেছে, গুণগান করেছে। সে যখন বলে, مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (তিনি বিচার দিনের মালিক), তখন আল্লাহ বলেনঃ আমার বান্দা আমার গুণ বর্ণনা করেছে আল্লাহ আরো বলেনঃ বান্দা তার সমস্ত কাজ আমার উপর সমর্পণ করেছে। সে যখন বলে, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি) তখন আল্লাহ বলেন। এটা আমার এবং আমার বান্দার মধ্যকার ব্যাপার। (এখন) আমার বান্দার জন্য রয়েছে সে যা চায়। যখন সে বলে, اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ (আমাদের সরল-সঠিক পথে পরিচালনা করুন। যেসব লোকদের আপনি নি'আমাত দান করেছেন, তাদের পথে নয় যাদের প্রতি আপনার গযব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে; তখন আল্লাহ বলেনঃ এসবই আমার বান্দার জন্যে এবং আমার বান্দার জন্যে রয়েছে সে যা চায়।

সুফইয়ান বলেন, আমি 'আলা ইবনু আবদুর রহমান ইবনু ইয়াকূবকে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে এ হাদীস বর্ণনা করে শুনান। এ সময় তিনি রোগশয্যায় ছিলেন এবং আমি তাকে দেখতে গিয়েছিলাম। (মুসলিম)

এবার অন্য ১১৩ টি সূরার যে কোনও একটি বা অংশবিশেষ তেলাওয়াত করুন।

<u>সুরা ফীল:</u>

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ

أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ

وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ

تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ

আপনি কি দেখেননি আপনার পালনকর্তা হস্তীবাহিনীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন?

To learn more click here

তিনি কি তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেননি?

তিনি তাদের উপর প্রেরণ করেছেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী,

যারা তাদের উপর পাথরের কংকর নিক্ষেপ করছিল।

অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণসদৃশ করে দেন। (সুরা ফীল ১০৫: ১ - ৫)

সুরা কুরাইশ:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ
إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ
الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ

কোরাইশের আসক্তির কারণে,
আসক্তির কারণে তাদের শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফরের।
অতএব তারা যেন এবাদত করে এই ঘরের পালনকর্তার
যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং যুদ্ধভীতি থেকে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন। (সুরা কুরাইশ ১০৬:৪)

সুরা মাউন:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ
فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ
وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ
فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ
الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ

To learn more click here

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে বিচারদিবসকে মিথ্যা বলে?
সে সেই ব্যক্তি, যে এতীমকে গলা ধাক্কা দেয়
এবং মিসকীনকে অন্ন দিতে উৎসাহিত করে না।
অতএব দুর্ভোগ সেসব নামাযীর,
যারা তাদের নামায সম্বন্ধে বে-খবর;
যারা তা লোক-দেখানোর জন্য করে
এবং নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তু অন্যকে দেয় না। (সুরা মাউন ১০৭: ১ - ৭)

<u>সুরা কাউসার</u>:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

নিশ্চয় আমি আপনাকে কাওসার দান করেছি।
অতএব আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে নামায পড়ুন এবং কোরবানী করুন।
যে আপনার শত্রু, সেই তো লেজকাটা, নির্বংশ। (সুরা কাউসার ১০৮: ১ - ৩)

<u>সুরা কাফিরুন:</u>

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ
لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ
وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ
وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ
وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ
لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

To learn more click here

বলুন, হে কাফেরকূল,
আমি এবাদত করিনা, তোমরা যার এবাদত কর।
এবং তোমরাও এবাদতকারী নও, যার এবাদত আমি করি
এবং আমি এবাদতকারী নই, যার এবাদত তোমরা কর।
তোমরা এবাদতকারী নও, যার এবাদত আমি করি।
তোমাদের কর্ম ও কর্মফল তোমাদের জন্যে এবং আমার কর্ম ও কর্মফল আমার জন্যে। (সুরা কাফিরূন ১০৯:৬)

সুরা ন'সর:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়
এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন,
তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী। (সুরা ন'সর ১১০: ১ - ২)

সুরা লাহাব:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ
مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ
سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ
وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ
فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ

আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজে,
কোন কাজে আসেনি তার ধন-সম্পদ ও যা সে উপার্জন করেছে।
সত্বরই সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে

To learn more click here

এবং তার স্ত্রীও-যে ইন্ধন বহন করে,
তার গলদেশে খর্জুরের রশি নিয়ে। (সুরা লাহাব ১১১: ১ - ৫)

সুরা ইখলাস:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
اللَّهُ الصَّمَدُ
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

বলুন, তিনি আল্লাহ, এক,
আল্লাহ অমুখাপেক্ষী,
তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি
এবং তার সমতুল্য কেউ নেই। (সুরা ইখলাস ১১২: ১ - ৪)

সুরা ফালাক:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ
مِن شَرِّ مَا خَلَقَ
وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ
وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ
وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার,
তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে,
অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে, যখন তা সমাগত হয়,
গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দিয়ে জাদুকারিনীদের অনিষ্ট থেকে
এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে। (সুরা ফালাক ১১৩:৫)

To learn more click here

সুরা নাস:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ
مَلِكِ النَّاسِ
إِلَهِ النَّاسِ
مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ
الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ
مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ

বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি মানুষের পালনকর্তার,
মানুষের অধিপতির,
মানুষের মা'বুদের
তার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্নগোপন করে,
যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে
জ্বিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে। (সুরা নাস ১১৪:৬)

'আল্লাহু আকবর' পড়ে রুকু তে যান।

এবার আল্লাহু আকবর পরে রুকু তে যান। (হাত উঠা বা না উঠা উভয়ই ঠিক) রুকুর মুহুর্তে আপনার হাত আপনার হাঁটুতে এবং আপনার চোখের দৃষ্টি সিজদাহ এর জায়গায় হওয়া উচিত। আপনার শরীরটি মাটির সাথে ৯০′ কোণে রয়েছে তা নিশ্চিত করুন।

রুকুর দোআ -

سبحان ربي العظيم -

উচ্চারণ: সুবহা-না রাব্বিয়াল্ আ'যিম্। (তিরমিযী)
অর্থ: আমি আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

এটি ৩, ৫, ৭, ৯, ১১ বা আরও বেশি বার পাঠ করুন। এটি একটি বিজোড় সংখ্যা হতে হবে।

এবার 'আল্লাহু আকবর' পড়ে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ান

To learn more click here

আপনি যখন স্থায়ী অবস্থানে ফিরে আসবেন, আপনার হাত উপরে উঠিয়ে বলুন–

N. B : – এক্ষেত্রেও হাত উঠা বা না উঠা উভয়ই ঠিক।

سمع الله لمن حمده -

উচ্চারণ: সামিআল্লা-হু লিমান হামিদা-হ্। (বুখারী,মুসলিম)

অর্থ: যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে, আল্লাহ তা শুনে থাকেন।

N. B : – কেবল ইমামের জন্য এবং যদি আপনি একা নামায আদায় করেন।

আপনার হাত নিচে নামান এবং বলুন -

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ -

উচ্চারণ: রাব্বানা লাকাল হামদু হামাদান কাসীরান তাইয়িবান মুবারাকান ফীহ্।

অর্থ: হে আমাদের পরওয়ার দিগার ! তোমারই জন্যে বহু পবিত্র প্রশংসা রয়েছে, যার মধ্যে বরকতও নিহিত আছে।

‘আল্লাহু আকবর’ বলুন এবং সিজদাহ এ যান

আল্লাহু আকবার বলুন এবং আপনার দেহকে মাটিতে এমনভাবে নামান যাতে আপনার দেহ ৪৫′ কোণে মাটির সাথে থাকে।

সিজদার দোআ -

سبحان ربي الأعلى

উচ্চারণ: সুবহা-না রাব্বিয়াল আ-লা | (তিরমিযী)

অর্থ: আমি আমার সর্বোচ্চ প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

এটি ৩, ৫, ৭, ৯, ১১ বা আরও বেশি বার পাঠ করুন। এটি একটি বিজোড় সংখ্যা হতে হবে।

সিজদাহ থেকে উঠুন এবং কিছুক্ষনের জন্য বসে থাকুন।

সিজদাহ থেকে উঠুন এবং কিছুক্ষনের জন্য বসুন। এবং নিম্নলিখিত দোয়াটি পড়ুন-

To learn more click here

দুই সিজদার মধ্যবর্তী দোআ -

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي -

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মাগ্ ফিরলী আরহামনী অহদিনী অজবুরনী অআ'ফিনী অরযুক্কনী | (তিরমিযী, আবু দাউদ)
অর্থ: হে আল্লাহ্ ! তুমি আমার গুনাহ্ মাফ কর, আমার উপর রহম কর, আমাকে সুপথ দেখাও, আমাকে সুস্থ রাখ এবং আমাকে রুযী দাও।

আরও একটি সিজদাহ করুন। আরও একটি সিজদাহ করুন পূর্বের নিয়ম অনুসরণ করে। সিজদাহ থেকে উঠুন ও দাঁড়ানো অবস্থানে ফিরে আসুন। সিজদাহ থেকে ফিরে এসে আগের দাঁড়ানো অবস্থানে ফিরে যান এবং 'আল্লাহু আকবর' বলুন।

আপনি সবেমাত্র প্রথম রাকাত শেষ করেছেন।

আপনি যখন দুই রাকা'র শেষে পৌঁছবেন তখন ফিরে দাঁড়ানোর পরিবর্তে আপনি বসে পড়ুন এবং তাশাহুদ করুন।

আত্তাহিয়য়াতু বা তশাহহুদ করুন

প্রতি দুই রাকাতের শেষে (মাগরিবের ফরয ও বিতরের শেষ রাকাত ব্যতীত) তাশাহুদ করতে হবে। আপনার পা এবং হাঁটুর উপর বসুন। দোয়া বলুন:

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ -

উচ্চারণ: আত্তাহিয়য়াতু লিল্লা-হি অস্ স্বলা-ওয়াতু অত্ তাইয়িবাতু আস্সালা-মু আ'লাইকা আইয়য়ুহান্ নাবীয়য়ু অ-রহমাতুল্লাহি অবারাকা-তুহু আস্ সালা-মু আলাইনা অ-আ'লা ইবাদিল্লা হিস্ স্বলিহীন, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হু অ-আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আ-বদুহু অ-রাসূলুহু। (বুখারী, মুসলিম)

অর্থ: সব রকম মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত সমুহ একমাত্র আল্লাহরই জন্য। হে নবী !তোমার প্রতি আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত নাযিল হোক। এবং আমাদের উপর ও আল্লাহর নেক বান্দাদের উপরও শান্তি

To learn more click here

বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউই ইবাদতের যোগ্য নয় এবং আমি এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ(সাঃ) আল্লাহর দাস ও তাঁর দূত।

এটি যদি আপনার শেষ রাকাত হয়ে থাকে তাহলে এবার নিচের ধাপ গুলো অনুসরণ করুন অন্যথায় উঠে দাঁড়িয়ে যান এবং বাকি রাকাত সম্পূর্ণ করুন।

N:B- শুধুমাত্র শেষ রাকাতে আত্তাহিয়্যাতু এর পরে দরূদ, মাসুরাঃ পড়ুন এবং সালাম ফিরান।

দরূদ শরীফ -

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد -

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সল্লি আ'লা মুহাম্মাদিও অ-আ'লা আ'লি মুহাম্মাদিন, কামা সাল্লাইতা আ'লা ইব্রাহীমা অ আ'লা আ-লি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজী-দ | আল্লা-হুম্মা বা-রিক আ'লা মুহাম্মাদিও অ-আ'লা আ'লি মুহাম্মাদিন, কামা বারাকতা আ'লা ইব্রাহীমা অ আ'লা আ-লি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজী-দ।

অর্থ: হে আল্লাহ্ ! তুমি মুহাম্মদ(সাঃ) এবং তাঁর বংশধরদের উপর ঐরূপ রহমত নাযিল কর, যেমনটি করেছিল ইব্রাহিম ও তাঁর বংশধরদের উপর। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসনীয় এবং সম্মানীয়। হে আল্লাহ্ ! তুমি মুহাম্মদ(সাঃ) এবং তাঁর বংশধরদের উপর বরকত নাযিল কর, যেমন বরকত নাযিল করেছিলে ইব্রাহিম ও তাঁর বংশধরদের উপর | নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসনীয় এবং সম্মানীয়।

দোআ'য়ে মাসূরাহ -

اللَّهمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كثِيرًا، وَلا يَغْفِر الذُّنوبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِر لي مغْفِرَةً مِن عِنْدِكَ، وَارحَمْني، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفور الرَّحِيم -

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন আ'যাবি জাহান্নামা, অ আউযুবিকা মিন আযা বিল ক্বাবরি অ আউযুবিকা মিন্ ফিৎনাতিল্ মাসীহিদ দাজ্জালি, অ আউযুবিকা মিন্ ফিৎ নাতিল্ মাহইয়া অ ফিৎনা তিল মাম-ত, আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল মাসামী অ মিনাল মাগ্বরাম | (মুসলিম)

To learn more click here

অর্থ: হে আল্লাহ্ ! আমি জাহান্নামের আযাব থেকে কবরের আযাব থেকে কানা দাজ্জালের ফেৎনা-ফাসাদ থেকে, জীবন ধারণের ও বিপদ আপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তোমার আশ্রয় চাইছি | আর হে আল্লাহ্ ! আমি গুনাহ ও দেনা থেকেও মুক্তি পাওয়ার জন্য তোমার পানাহ চাইছি।

সালাম দিন ও নামাজ শেষ করুন। আপনার ডান দিকে কাঁধ পর্যন্ত মুখ ঘুরিয়ে সালাম দিন:

<u>সালাম ফিরাবার দোআ -</u>

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

উচ্চারণ: আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্ | (আবু দাউদ)
অর্থ: হে মোক্তাদী ও ফেরেস্তাগণ ! তোমাদের উপর আল্লাহর শান্তি এবং রহমত বর্ষিত হোক।

এবং তারপরে বাম দিকে কাঁধ পর্যন্ত মুখ ঘুরিয়ে আবার বলুন:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

উচ্চারণ: আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্ | (আবু দাউদ)
অর্থ: হে মোক্তাদী ও ফেরেস্তাগণ ! তোমাদের উপর আল্লাহর শান্তি এবং রহমত বর্ষিত হোক।
এখানে আপনার নামাজ শেষ হল।

আল্লাহ সালাতে আরো বেশি মনোযোগী হওয়ার এবং সালাত থেকে দুনিয়া ও আখেরাতে উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করুন।

আমিন।

আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

To learn more click here